দামুড়হুদায় যুবলীগ নেতা জাহিদুলের বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

দামুড়হুদায় মারামারির ঘটনায় আহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে যুবলীগ নেতা জাহিদুল এর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার ২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করলো চুয়াডাঙ্গা জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশ।

আজ শুক্রবার বেলা ১২টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

জানাগেছে, গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম। সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। এরই ধারাবাহিকতায় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলে নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়। এক পর্যায়ে আমার বড় ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। পরে এঘটনায় আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত এজাহার দায়ের করে। এরই সুত্র ধরে জেলা গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের একটি দল যুবলীগ নেতা জাহিদুল মেম্বার কে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের সামনে থেকে গ্রেফতার করে দামুড়হুদা মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের হয়েছে। তাকে গতকালই চুয়াডাঙ্গা বিজ্ঞ আদালতে সোপর্দ করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে বাঁচাতে গিয়ে জিকে খালে বৃদ্ধ নিখোঁজ

মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারী জিকে খালে আত্নহত্যার উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাঁপ দেয়। এসময় তাকে বাঁচাতে গিয়ে পানিতে ডুবে নিখোঁজ হয়েছেন আবুল কালাম (৬৫) নামে এক বৃদ্ধ। তিনি আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার কাঁছারি বাজারপাড়ার আব্দুল মজিদের ছেলে। ভারসাম্যহীন ওই যুবতী সুমি খাতুন (৩২) তিনি পৌর এলাকার গোবিন্দপুর গ্রামের হাসোর আলীর মেয়ে।

ঘটনাটি ঘটে আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টার দিকে আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর সাদা ব্রিজ এলাকায়।

স্থানীয়রা জানান, ভারসাম্যহীন ওই নারী সুমি খাতুন আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে কালিদাসপুর সাদাব্রিজ থেকে সে অতর্কিত ভাবে জিকে খালের পানিতে আত্নহত্যার উদ্দেশ্যে পানিতে ঝাঁপ দেয়। এসময় পথচারী আব্দুল মজিদ ওই মেয়েকে বাঁচানোর জন্য তিনিও পানিতে ঝাঁপ দেয়। স্থানীয়দের সহযোগীতায় ওই যুবতীকে উদ্ধার করা হয়। তবে খালের পানির স্রোতের নিখোঁজ হন বৃদ্ধ মজিদ। স্থানীয়রা ৯৯৯-এ ফোন দিয়ে আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সকে জানালে তারা এসে উদ্ধার অভিযান চালায়। প্রতিবেদনটি লেখা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছিল ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা।

প্রত্যক্ষদর্শী শিবলী আহমেদ বলেন, সন্ধ্যার দিকে ওই যুবতী নারী খালের পানিতে ঝাঁপ দিয়ে আত্নহত্যার চেষ্টা করে। তাকে বাঁচানোর জন্য আব্দুল মজিদ নামের এক বৃদ্ধও পানিতে ঝাঁপ দেয়। ওই নারীকে উদ্ধার করা গেলেও স্রোতে ভেসে যায় বৃদ্ধ। তাকে এলাকাবাসী ও ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা অনুসন্ধান চালালেও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

আলমডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের স্টেশন অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন জানান, সন্ধ্যায় খবর পেয়ে আমরা প্রাথমিক

উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করি। খালে প্রচুর পানি থাকায় রাতের আধারে অভিযান চালাতে বেগ পেতে হচ্ছে। তবে খুলনা থেকে ডুবুরী দল পথে রয়েছেন। তারা আসা মাত্রই উদ্ধার কাজ চালানো হবে।
আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া জানান, নিখোঁজ বৃদ্ধকে উদ্ধারে ফায়ার সাভির্সের কর্মীরা অনুসন্ধান চালাচ্ছে। রাত ৯ টা পর্যন্ত নিখোঁজ বৃদ্ধর খোঁজ মেলেনি। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযানে মাদক ব্যবসায়ী গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে একজন মাদক ব্যবসায়ীকে মাদক সহ গ্রেফতার করে।

আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টার সময় চুয়াডাঙ্গা মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রনের পরিদর্শক মোঃ নাজমুল হোসেন খান এর নেতৃত্বে ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের উপ-পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন সহ , মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর জেলা কার্যালয়,আলমডাঙ্গা উপজেলাধিন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর চাতাল মোড় এলাকার মৃত আব্দুল মান্নান খোকাই শেখের ছেলে মাদক ব্যাবসায়ি শাহাদত হোসেন (৫৫) কে আটক করে।

এ সময় খোকাই শেখের চাতাল মোড়ের নিজ দখলীয় ভিটার সাথে এক কক্ষ বিশিষ্ট দোকান ঘরের মধ্যে রক্ষিত আলমারির মধ্য হতে ৫ লিটার রেকটিফাইড স্পিরিটসহ গ্রেপ্তার করা হয়।

উক্ত গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে উপ পরিদর্শক সাহারা ইয়াসমিন বাদী হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় মাদক দ্রব্য আইনে একটা নিয়মিত মামলা দায়ের করেন বলে জানাগেছে। এ বিষয়ে ওসি শেখ গনি মিয়া সত্যতা নিশ্চিত করেছেন।

চুয়াডাঙ্গায় শহীদি মার্চ পালন

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের আয়োজনে চুয়াডাঙ্গায় শহীদি মার্চ করেছে সাধারণ শিক্ষার্থীরা। আজ বৃহস্পতিবার বেলা ১২ টায় গণঅভ্যুত্থানের এক মাস পূর্ণ হওয়ায় শহীদদের স্মরণে এই শহীদি মার্চ করা হয়।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের মেইন গেইট থেকে বের হয়ে শহরের কোর্ট মোড় অভিমূখ হয়ে বড় বাজার চত্বরে সংক্ষিপ্ত মার্চ সমাবেশ করে।

সমাবেশে বক্ত্যারা বলেন, দেশটা ভালো ভাবে গড়তে হবে। কোনো জায়গায় অনিয়ম দূর্নীতি দেখলে রুখে দাঁড়াতে হবে। সাদাকে সাদা কালোকে বলতে হবে। জনগণের আস্তার জায়গা গড়তে হবে। ছাত্র সমাজের প্রতি মানুষের যে আসা আকাঙ্খার পরিবর্তে নিজ নিজ জায়গা থেকে দূর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান। যে সকল সাধারণ শিক্ষার্থী মারা গেছেন। তাদের মৃত্যুর বিচার করতে হবে। এখনো পর্যন্ত বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের দূর্নীতির অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে ওই সব দপ্তর দূর্নীতি সংস্কার করতে হবে। চুয়াডাঙ্গা কৃষকদের ন্যায্য অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। প্রশাসনকে তাদের প্রতি আস্থা ফিরে নিয়ে আসতে হলে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করতে হবে।

এসময় শহীদি মার্চ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন, সাধারণ শিক্ষার্থী রনি বিশ্বাস, সজিবুল ইসলাম, তামান্না, শাওন, রিমন, সাকিব, আব্দুল্লাহ আল কাফি, মাসুম বিল্লাহ, ঝুমুর বিশ্বাস, সুমাইয়া, প্রমুখ।

দর্শনায় শহীদি মার্চের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল

দর্শনায় বৈষম্য বিরোধী ছাত্র -ছাত্রীদের নিহতদের স্বরনে শহীদি মার্চের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বিকাল ৪টায় ছাত্র-জনতার বিজয়ের এক মাস পূর্তি উপলক্ষে দর্শনার বৈষম্য বিরোধী আন্দোলনের ছাত্র/ছাত্রী ও দর্শনাবাসীর উদ্যোগে দর্শনা রেলবাজার সংলগ্ন শহীদ শাহারিয়ার শুভ মঞ্চে নিহতদের স্বরনে শহীদি মার্চের আলোচনা সভা ও দোয়া মাহফিল করা হয়।

আলোচনার শুরুতেই কোরআন থেকে তেলোয়াত করেন বাইজিদ বোস্তামি। এ স্বরন সভায় দোয়ার অনুষ্ঠানে সোহান ইসলাম এর সভাপতিত্বে দিক নির্দেশনা মুলোক বক্তব্য রাখেন তন্ময় তৌহিদ।

এ অনুষ্ঠানে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন, দর্শনা পৌরসভার ঈমাম সমিতির সভাপতি ও কেরু হাই স্কুলের সাবেক শিক্ষক হাজী মাওঃ নুরুল ইাসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, বৈষম্য বিরোধী ছাত্র-ছাত্রী- জনতার আন্দোলনের বিপ্লবী নাঈম সৌরভ। এ অনুষ্ঠানে বিনা খরচে বক্স ও সাউন্ড সিসটেম দিয়ে সিগনেচার ও সুর সাথী সহযোগিতা করেন।

দামুড়হুদায় মাদক সম্রাট কতৃক আহত হওয়ায় সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদায় মাদক সম্রাট জাহিদুল গ্যাং কতৃক আহত হওয়ায় ভূক্তভোগীর পক্ষ থেকে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার সময় দামুড়হুদা প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখত বক্তব্য পেশ করেন

দামুড়হুদা উপজেলার সদর খাঁ পাড়া গ্রামের মতলেব আলী’র ছেলে আব্দুর রহিম।

সংবাদ সম্মেলনে আব্দুর রহিম বলেন, আমি যুব রেড ক্রিসেন্ট সৌসাইটির দামুড়হুদা উপজেলা যুব প্রধান হওয়ার কারণে বিভিন্ন সময়ে দূর্নিতী ও মাদকের বিরুদ্ধে সভা-সেমিনার করার কারণে ইয়াবা ও ফেন্সী সম্রাট জাহিদুল ইসলাম ইয়াবাসহ ধরা পড়ে। সেখানে মাদক সেবনের কারণে তাকে জেল ও জরিমানা করা হয়। তারা সন্দেহ করে যে, আমি আব্দুর রহিম তাদেরকে ধরিয়ে দিয়েছি। তারিই ফলশ্রুতিতে কয়েক বছর আগে আমাকে বিবাদীপক্ষ মোঃ জাহিদুল মেম্বার ও তার সাঙ্গপাঙ্গরা মিলে আমাকে বেদম মারধর করে রক্তাক্ত জখম করে। এরই সূত্র ধরে আমি বৈষম্য ছাত্র আন্দোলনে পত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দলনের নেতৃত্ব দেয় ফেসবুকসহ বিভিন্ন প্রোগ্রামে অংশ গ্রহন করি। যাহার ফলোশ্রুতিতে স্বৈরাচারী আওয়ামীলীগ সরকারের নেতাকর্মীরা ও যুবলীগ নেতা জাহিদুল ইসলাম ও যুবলীগের সাবেক থানা সভাপতি তালেবসহ তার সাঙ্গ পাঙ্গোরা ভালোভাবে সেটা মেনে নিতে পারিনি। বিভিন্ন সময় আমাকে প্রাণনাশের হুমকি ধামকি দিয়ে আসিতেছিল। এরই ধারাবাহিকতায় গতকাল সন্ধ্যা ৬ ঘটিকার সময় জাহিদুল মেম্বার ও তার ভাই তালেবের নেতৃত্বে আমাকে অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে তুলিয়া নিয়ে যাবার সময় আমার পিতা মতলেব আলী, ছোট ভাই আব্দুল করিম, বড় ভাই আব্দুর রহমান বাধা দিলে আমাদের সকলকে, রামদা ও দেশি অস্ত্র নিয়ে আমাদেরকে এলোপাতাড়িভাবে কুপায়।

এক পর্যায়ে আমার বড়ভাইয়ের মৃত্যু নিশ্চিত জানিয়া সকলে পলিয়ে যাই। ঘটনার বিবরনী দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে জানাই। তৎখনিক অফিসার ইনচার্জ পুলিশ সদস্যদের পাঠিয়ে আমাদেরকে রক্ষা করে ও হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করিয়া দেই এবং বলে তোমরা নির্দিষ্ট আসামীগনের পরিচয় দিয়ে থানায় এজাহার দায়ের কর। সেই মর্মে আমার ছোট ভাই আব্দুল করিম বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় লিখিত অভিযোগ জানাই। তবে আজ সকালে আসামীরা সকলে মিলে আমার বাড়িতে মটর সাইকেলে অগ্নি সংযোগ করে পুড়িয়ে দেই। নায্য বিচার পাইবার জন্য সংবাদ সম্মেলনের ইচ্ছা পোষণ করি।

দর্শনায় যৌথ বাহীনির অভিযানে ৬ যুবক আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনায় যৌথ বাহীনি সন্ত্রাসী ও মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করে দর্শনা পুরাতন বাজারে। এ অভিযানে গাঁজা সেবনের সরঞ্জাম ও খাওয়ার অপরাধে ৬ যুবককে আটক করে।

আজ বৃহস্পতিবার (৫ সেপ্টেম্বর) বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে দর্শনা রেল ইয়ার্ডে যৌথ বাহীনি গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালায়। এ সময় যৌথ বাহীনি দেখে ৮/১০ জনের একদল যুবক পালিয়ে পুরাতন বাজার বিএনপি নেতা মোখলেছুর রহমান টিপু তরফদারের বাড়ি প্রাচীর টপকে বাড়ির ভিতর প্রবেশ করে।

এসময় যৌথবাহিনী তাদের পিছু নিয়ে গেটের তালা ভেঙ্গে বাড়ির ভিতরে প্রবেশ করে মাদক সেবনের সরঞ্জামসহ তাদেরকে আটক করে।

আটককৃত হলো চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলার কাশিপুর গ্রামের বাহার আলীর ছেলে মোমিন (২৪) দর্শনা পৌরসভার ইসলাম বাজারের চঞ্চলের ছেলে ফয়সাল আহম্মেদ (২২) একই পাড়ার আলীর ছেলে সাকিব হাসান (২০) দর্শনা কেরু হাসপাতালা পাড়ার আনোয়ার হোসেন ছেলে আসিফ (২১)দর্শনা কেরু পাড়ার তছলিমের ছেলে সাব্বির (১৭)ও ইসলাম বাজার পাড়ার ইসমাইল হোসেন তাজের ছেলে তাজকে (২৩)আটক করে।এ অভিযানে নেতৃত্ব দেয় চুয়াডাঙ্গা সেনাবাহিনী চুয়াডাঙ্গা সদর থানা ও দর্শনা থানা পুলিশ।

পরে আটককৃতদের উত্তম মাধ্যম দিয়ে দর্শনা থানা পুলিশ সোপর্দ করে।

আলমডাঙ্গায় ছাত্রদল নেতার বাড়িতে যৌথ বাহিনীর

অভিযান:স্ত্রী নার্গিস সুলতানা আটক

আলমডাঙ্গা উপজেলা সাবেক ছাত্রদল নেতা শফিকুল আজম ডালিমের বাড়িতে যৌথ বাহিনী অভিযান চালিয়ে ৪ শত ৯০ পিস ইয়াবা ও নগদ ৯৬ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করেছে। মাদক বিক্রির সাথে জড়িত থাকার অপরাধে তার স্ত্রী নার্গিস সুলতানা আটক করেছে যৌথ বাহিনী ।

গতকাল বুধবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে পৌর এলাকার মিয়াপাড়া এলাকায় এ অভিযান পরিচালনা করেন যৌথ বাহিনীর একটি দল।

স্থানীয়রা জানান, পৌর এলাকার মিয়া পাড়ায় ছাত্রদল নেতা ডালিম ও তার স্ত্রী নার্গিস সুলতানা দীর্ঘদিন মাদক ব্যবসা পরিচালনা করে আসছে। এমন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল বুধবার সকালে যুবদল নেতা ডালিমের বসতবাড়িতে অভিযান চালায় যৌথবাহিনী। তার বাড়িতে তল্লাশী চালিয়ে ৪ শত ৯০ পিস ইয়াবা ও নগদ ৯৬ হাজার ৭০০ টাকা উদ্ধার করে যৌথ বাহিনী। এসময় কৌশলে ডালিম পালিয়ে গেলেও মাদক ব্যবসার অপরাধে ডালিমের স্ত্রী নার্গিস সুলতানাকে আটক করে। পরে, নার্গিস সুলতানার বিরুদ্ধে আলমডাঙ্গা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে মামলা দায়ের করে পুলিশ।

আলমডাঙ্গা থানার ওসি শেখ গণি মিয়া বলেন, মাদক ব্যবসার সাথে জড়িত থাকায় এক নারীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে থানায় মাদক মামলা রুজু হয়েছে। গতকাল বুধবার দুপুরে সংশ্লিষ্ট মামলায় আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

আলমডাঙ্গার জিকে খাল ভেঙে হাজারও হেক্টর আমন ধান প্লাবিত

আলমডাঙ্গা উপজেলায় জিকে প্রকল্পের প্রধান খালের পাড় ভেঙে কয়েক হাজার হেক্টর জমির আমন ধান প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া বসতবাড়িতেও

উঠেছে পানি। এ পানিতে ভেসে গেছে জাগের পাট ও পুকুরের মাছ।

ঘটনাটি গতকাল বুধবার সন্ধ্যা ৭ টার দিকে উপজেলার বেলগাছি ইউনিয়নের কেদারনগর-কাশিপুর এলাকায় ঘটেছে।

স্থানীয়রা জানান, গত ২ বছর আগে রাজু ফারাজী নামের এক ব্যাক্তি ধান খেতে চাষের পানির জন্য খালের পাড় কেটে পাইপ স্থাপন করেন। গত কয়েকদিন যাবৎ ওই পাইপের পাশ দিয়ে পানি বের হতে থাকে। বুধবার সন্ধ্যায় ওই জায়গা থেকে জিকে খালের প্রায় ১০০ ফিট জায়গা ভেঙে পানি প্রবাহিত হয়। মুহুর্তে খালের পানিতে কেদারনগর-কাশিপুর ও ডামোশ গ্রামের কয়েক হাজার হেক্টর জমির আমন ধান খেত প্লাবিত হয়। পানির ওই স্রোতে জিকে খালে জাগ দেওয়া পাটও ভেসে যায়। এছাড়া ওই পানিতে ভেসে গেছে ৫/৬ টি মাছ চাষের পুকুরও।

ভুক্তভোগী কৃষক মোহাম্মদ আলী জানান, এবছর ১ বিঘা জমির পাট কেটে খালের পানিতে জাগে দিয়েছি। কয়েকদিন পরই ওই পাট পরিষ্কার করা হত। কিন্তু এমন ঘটনায় তিনি ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। কেদারনগর গ্রামের কৃষক আজগর আলী জানান, দীর্ঘদিন জিকে খালের পাড় গুলো সংস্কার করা হয়নি। এতে পোকা-মাকড়ের ছোট বড় গর্ত তৈরি করেছে। পার ভেঙে পানিতে প্লাবিত হয়েছে কয়েক হাজার হেক্টর জমির ধান, পাট ও মাছের পুকুর। এসকল ফসল রক্ষায় প্রশাসনের সহযোগীতা চেয়েছেন। বেলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের (ভারপ্রাপ্ত) চেয়ারম্যান মেহেরাজ আলী জানান, জিকে খালের পানিতে কয়েক হাজার হেক্টর জমির ধান প্লাবিত হয়েছে। পানি বের করার জন্য ওই এলাকার ছোট খালগুলো পরিস্কার করা হবে।

আলমডাঙ্গা উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা রেহেনা পারভিন সমকালকে জানান, কি পরিমাণের ক্ষতি হয়েছে এখন বলা সম্ভব না। আজ বৃহস্পতিবার সকালে তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। তারপরেই ক্ষতির পরিমাণ জানাযাবে।

চুয়াডাঙ্গার মুন্সীপুর

সীমান্তে অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার

চুয়াডাঙ্গার ভারত সীমান্তবর্তী দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সীপুর গ্রামে চোরাচালান বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১০ কজি ওজনের অবৈধ রপার গয়না উদ্ধার করেছে ৬ বিজিবি।

গতকাল বুধবার রাত পৌনে ৯টার দিকে চুয়াডাঙ্গা-৬ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক লে.কর্ণেল সাঈদ মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান পিএসসি মেইলে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তীর মাধ্যমে গণমাধ্যম কর্মীদের জানান। তারই নির্দেশনায় মুন্সীপুর কোম্পানী কমান্ডার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘোষসহ একদল বিজিবি সদস্য সীমান্তের খুঁটির ৯২/১০-আর হতে আনুমানিক ২শ গজ বাংলাদেশের অভ্যান্তরে মুন্সীপুর সরদার পাড়ার কিতাব মল্লিকের ছেলে কিতার মল্লিকের (৬০) বসত বাড়ীত অভিযান পরিচালনা করে। এ সময় কিতাব মল্লিক বিজিবির উপস্থতি টের পেয়ে পালিয়ে যায়। বিজিবি সদস্যরা বসত বাড়ী তল্লাশী করে ব্যবহৃত টিউবওয়লের ড্রেনের ভেতর থেকে স্কচটেপ দিয়ে মোড়ানো ৮টি প্যাকেটে উদ্ধার করে। ওই প্যাকেট গুলো জনসম্মুখে খুলে সেখানে থাকা অবৈধ রুপার গয়না উদ্ধার করে জব্দ করা হয়।

এ ব্যাপার নায়েব সুবেদার তাপস কুমার ঘাষ বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা করেছেন। উদ্ধার করা অবৈধ রুপা গুলো পরীক্ষা শেষে চুয়াডাঙ্গা ট্রজারী অফিসে জমা করা হবে বলে তিনি জানান।